২০.১২ হাইকোর্টের ক্ষমতা ও কার্যাবলী (Powers and Functions of the High Court)

সংবিধানে হাইকোর্টের ক্ষমতা ও কার্যাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত কোন উল্লেখ নেই। হাইকোর্টগুলি সংবিধান চালু হওয়ার অব্যবহিত আগে যে সকল ক্ষমতার অধিকারী ছিল বর্তমানেও সেই সমস্ত ক্ষমতা ভোগ করে। তবে

Scanned with CamScanner

সংবিধান এবং উপযুক্ত আইনসভা কর্তৃক রচিত আইনের সীমার মধ্যে থেকে হাইকোর্টকে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হয় (২২৫ ধারা)। হাইকোর্টগুলিকে সকল ক্ষেত্রে সংবিধান-নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে থেকে কাজ করতে হয়। প্রত্যেক হাইকোর্টের এলাকা (Jurisdiction) সাধারণতঃ সংশ্লিষ্ট রাজ্যের ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। তবে পার্লামেন্ট আইন করে একটি হাইকোর্টের এলাকাকে একাধিক রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের উপর প্রসারিত করতে পারে। যেমন, কলকাতা হাইকোর্টের এলাকা পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের উপর সম্প্রসারিত। হাইকোর্টগুলির ক্ষমতা সাধারণতঃ দু'টি এলাকায় বিভক্ত : (ক) মূল এলাকা এবং (খ) আপীল এলাকা।

মূল এলাকা (Original Jurisdiction) ∬ মূল এলাকার অর্থ হল সরাসরি মামলা দায়ের করার ক্ষমতা। রাজস্ব সংক্রান্ত সকল বিষয় হাইকোর্টের মূল এলাকাভুক্ত। সংবিধানের ৪২তম সংশোধনে (১৯৭৬ সালে) রাজস্ব ব্যাপারে হাইকোর্টের মূল এলাকার বিলোপ সাধন করা হয়েছিল। সংবিধানের ৪৪তম সংশোধনে (১৯৭৮ সালে) এই ক্ষমতা হাইকোর্টকে আবার ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। দেওয়ানী মামলার ক্ষেত্রে কলকাতা, মুম্বাই ও চেন্নাই হাইকোর্টের মূল এলাকা স্বীকৃত। এই হাইকোর্টগুলির ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রেও আগে মূল এলাকা ছিল; কিন্তু এখন আর নেই। ১৯৭৩ সালের ফৌজদারী দণ্ডবিধি (The Criminal Procedure Code, 1973) -র মাধ্যমে এই পরিবর্তন সাধন করা হয়। ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে কলকাতা, মুম্বাই ও চেন্নাই হাইকোর্টের এখন আর মূল এলাকা নেই। এই তিনটি প্রেসিডেন্সী শহরেও নগর দায়রা আদালত (City Sessions Court) ফৌজদারী মামলার বিচার করে।

আপীল এলাকা (Appellate Jurisdiction) ∬ রাজ্যের মধ্যে হাইকোর্ট হল দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় ধরনের মামলার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত আপীল আদালত। জেলা-জজ ও সহকারী জেলা-জজের রায়ের বিরুদ্ধে দেওয়ানী আপীল করা যায়। কলকাতা, মুম্বাই, চেন্নাই, এলাহাবাদ প্রভৃতি হাইকোর্টসমূহ বিশেষ ক্ষমতাবলে, এই সকল আদালতের একজন বিচারপতির দ্বারা বিচার করা মামলার রায়ের বিরুদ্ধে আপীল বিচার করতে পারে। ফৌজদারী মামলায় দায়রা-জজ ও প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করা যায়। আবার অতিরিক্ত দায়রা জজের কোন রায়ে আসামীর বিরুদ্ধে সাত বছরের বেশী কারাদণ্ডের বিধান থাকলে সংশ্লিষ্ট রায়ের বিরুদ্ধেও হাইকোর্টে আপীল করা যায়।

উল্লিখিত বিধিবদ্ধ ক্ষমতাগুলি ছাড়াও হাইকোর্ট কতকগুলি সাংবিধানিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে।

(১) হাইকোর্টগুলি সুপ্রীম কোর্টের মত অভিলেখ আদালত (Court of Record) হিসাবে কাজ করে। নিজের অবমাননার জন্য হাইকোর্ট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শাস্তি দিতে পারে (২১৫ ধারা)।

(২) সুপ্রীম কোর্টের মত হাইকোর্টগুলিও নাগরিক অধিকার বলবৎ করার জন্য আদেশ, নির্দেশ বা লেখ জারি করতে পারে (২২৬ ধারা)। হাইকোর্ট তার ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে বসবাসকারী নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে গুরুদায়িত্ব পালন করে। এই উদ্দেশ্যে হাইকোর্ট বন্দী প্রত্যক্ষীকরণ, পরমাদেশ, প্রতিষেধ, অধিকারপৃচ্ছা, উৎপ্রেষণ প্রভৃতি লেখ জারি করতে পারে। সুপ্রীম কোর্ট কেবলমাত্র মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের জন্য লেখ জারি করতে পারে (৩২ ধারা)। হাইকোর্টগুলি কিন্তু মৌলিক অধিকার এবং অন্যান্য আইনগত অধিকার বলবৎ করার জন্য লেখ জারি করতে পারে। লেখ জারি করার ব্যাপারে হাইকোর্টগুলির এই বাড়তি ক্ষমতা ৪২তম সংশোধনী আইনে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ৪৪তম সংশোধনী আইনে তা আবার ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই সংশোধনী আইন অনুসারে হাইকোর্টে 'বন্দী প্রত্যক্ষীকরণ' জাতীয় লেখ জারির ক্ষমতা জরুরী অবস্থার সময়েও খর্ব করা যাবে না।

(৩) রাজ্যের সকল আদালত ও ট্রাইব্যুনালের উপর হাইকোর্টের প্রশাসনিক ও বিচার-বিষয়ক তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা আছে (২২৭ ধারা)। তবে সামরিক আদালত ও ট্রাইব্যুনালের উপর হাইকোর্টের এই ক্ষমতা নেই। অধস্তন আদালতগুলির পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব হাইকোর্টের উপর ন্যস্ত আছে। এই ক্ষমতাবলে হাইকোর্ট খাতাপত্র ও হিসাবপত্র রক্ষার ব্যাপারে অধস্তন আদালতের কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেয়। আবার যে-কোন দরকারী দলিলপত্র দাখিল করার জন্য হাইকোর্ট অধস্তন আদালতকে বলতে পারে। শ্রীদুর্গাদাস বসু (D. Basu) মন্তব্য করেছেন: "As the head of the judiciary in the state, the High Court has got an administrative control over the subordinate judiciary in the state in respect of certain matters, besides its appellate and supervisory jurisdiction over them."

(৪) রাজ্যপাল জেলা-জজের নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি প্রভৃতি বিষয়ে হাইকোর্টের সঙ্গে পরামর্শ করেন। অন্যান্য বিচারকদের নিয়োগের ব্যাপারে রাজ্যের রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সুপারিশ ছাড়াও রাজ্যপালকে হাইকোর্টের সঙ্গে পরামর্শ করতে হয়। জেলা আদালত ও অন্যান্য অধস্তন আদালতের কর্মচারীদের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি প্রভৃতি ক্ষেত্রেও হাইকোর্টের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

(৫) সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত আইনের কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত আছে এমন কোন মামলা হাইকোর্ট নিম্ন আদালত থেকে নিজের হাতে তুলে নিতে পারে (২২৮ ধারা)।

(৬) হাইকোর্ট কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইনের সাংবিধানিক বৈধতা বিচার করতে পারে।

Scanned with CamScanner

এবং অসাংবিধানিকতার দায়ে যে-কোন আইনকে বাতিল করতে পারে। সংবিধানের ৪২তম সংশোধনে (১৯৭৬) হাইকোর্টের হাত থেকে কেন্দ্রীয় আইনের বৈধতা বিচারের ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ৪৩তম সংশোধনে (১৯৭৭ সালে) তা ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

(৭) হাইকোর্ট নির্বাচন সংক্রান্ত মামলা মীমাংসা করতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতির নির্বাচন সংক্রান্ত মামলা মীমাংসার ক্ষমতা একমাত্র সুপ্রীম কোর্টের আছে।

(৮) হাইকোর্ট নিজের প্রশাসনিক দপ্তরের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মচারী নিয়োগ এবং চাকরির শর্তাদি ও সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে নিয়ম-কানুন প্রণয়ন করে। তবে এই সমস্ত নিয়ম-কানুনের জন্য রাজ্যের রাজ্যপালের অনুমোদন আবশ্যক। কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা বাবদ ব্যয় রাজ্যের সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য ব্যয় হিসাবে গণ্য হয়।

(৯) বিচারকার্য সম্পাদনের জন্য হাইকোর্ট প্রয়োজনীয় নিয়মকানুন তৈরি করতে পারে।

ভূমিকার মূল্যায়ন (Evaluation of the Role) ∬ হাইকোর্ট হল অঙ্গরাজ্যের মধ্যে সর্বোচ্চ আদালত। এই সুবাদে হাইকোর্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহু ক্ষমতার অধিকারী। অঙ্গরাজ্যের বিচারব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে হাইকোর্টের ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের অখণ্ড বিচারব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রীম কোর্টই হল দেশের সর্বোচ্চ আপীল আদালত। সুপ্রীম কোর্টের অবস্থান হাইকোর্টসমূহের শীর্ষে। তবে হাইকোর্টের ভূমিকার কতকগুলি সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে উল্লেখ করা দরকার।

(১) হাইকোর্টসমূহের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের সামগ্রিক প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। রাষ্ট্রপতি বিচারপতিদের নিয়োগ ও বদলি করতে পারেন। আবার পার্লামেন্ট কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাবের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি অভিযুক্ত বিচারপতিকে অপসারণ করতে পারেন। তা ছাড়া পার্লামেন্ট সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে হাইকোর্টের ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করতে পারে।

(২) হাইকোর্টগুলিকে ভারতের সুপ্রীম কোর্টের অধীনে থেকেই সহায়ক আদালত হিসাবে ভূমিকা পালন করতে হয়। তাই এর ক্ষমতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলির সর্বোচ্চ আদালতের মত নয়।

(৩) অধিকাংশ বড় রাজ্যের হাইকোর্টগুলির কাজের চাপ অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। বকেয়া মামলার সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু প্রয়োজনমাফিক বিচারপতিদের সংখ্যা বাড়ান হয়নি। স্থায়ী এবং অতিরিক্ত বা অস্থায়ী বিচারপতি নিয়োগের ব্যাপারে অত্যন্ত বিলম্ব করা হয়। এইসব কারণে ন্যায়বিচার সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল হয়ে পড়ে। আর দ্রুত মামলার নিষ্পত্তি না হলে ন্যায়বিচার পাওয়া যায় না।

(৪) তা ছাড়া বিচারপতিদের নিয়োগ ও বদলির ব্যাপারে সুস্পষ্ট রাজনৈতিক প্রভাব বিচারব্যবস্থার স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতাকে ক্ষুণ্ণ করেছে।

(৫) আবার অবসরগ্রহণের পরে বিচারপতিদের আইন ব্যবসা এবং নিয়োগের আগে ও অবসরগ্রহণের পরে সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ বিচারব্যবস্থার মর্যাদা ও নিরপেক্ষতাকে বিপন্ন করে তোলে।

(৬) সামরিক আদালত ও ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করা যায় না। অর্থাৎ রাজ্যের মধ্যে আপীল আদালত হিসাবে হাইকোর্টের ক্ষমতা সার্বিক নয়।

(৭) আবার জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতি এক ঘোষণা-বলে মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে হাইকোর্টের ক্ষমতাকে খর্ব করতে পারেন। জরুরী অবস্থা বলবৎ থাকাকালীন সময়ে রাষ্ট্রপতি এক আদেশ জারি করে বলতে পারেন যে মৌলিক অধিকারসমূহ বলবৎ করার জন্য হাইকোর্টের কাছে আবেদন করা যাবে না।

Scanned with CamScanner